দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদ সৃষ্টি করুন

বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় তত বেশি উন্নত। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগারভিত্তিক নয়। প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরির গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী লাইব্রেরিকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হলে মানুষ যেমন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ঠিক তেমনি আধুনিক গ্রন্থাগার গড়ে না উঠলে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান নিম্নদিকে ধাবিত হতে থাকে। তাই ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার স্থাপন করে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছোট-বড় গ্রন্থাগার আছে যার দায়িত্বে থাকেন অদক্ষ একজন শিক্ষক অথবা বইপত্র থাকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের আলমিরায় তালাবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারমুখি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। তবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ও সংস্কৃতিচর্চাসহ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব:

ক. শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন, দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি, পাঠ্যাভ্যাস গঠন।

খ. শিক্ষকের প্রস্তুতি গঠনসহ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক।

গ. প্রতিষ্ঠানের শান্তি-শৃংখলা স্থাপন ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের বিকাশের সহায়ক।

অতএব, মনুষ্যত্ব বিকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো বিদ্যালয়। আর বিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি হলো গ্রন্থাগার। তাই দেশের প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ সৃষ্টিসহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. মোফাজ্জল হোসেন খান,
গ্রাম: আদিয়াবাদ পূর্বপাড়া,ডাকঘর: রাধাগঞ্জ বাজার, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী।